দামুড়হুদার দলকা বিলে বোমা হামলা ও মাছ লুটের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দলকা বিলে আবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি এবং বিপুল পরিমাণ মাছ লুটের অভিযোগে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন দলকা মরাগাংনী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি ওমর আলী (৬৫)। তিনি দামুড়হুদা মডেল থানায় ১০ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা ৫০ থেকে ৬০ জনের নামে একটি লিখত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, সমিতির পক্ষ থেকে সরকারকে বার্ষিক ৪৫ লাখ ২৮ হাজার ১২৫ টাকা রাজস্ব প্রদান করে দলকা বিলে মাছ চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ থেকে একদল ব্যক্তি রাতের আঁধারে জোরপূর্বক বিল থেকে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ সময় বিলের পাহারাদাররা বাধা দিলে তাদের মারধর, গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলেও উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ১১টা ৩০ মিনিটে কয়েকজন নামীয় আসামিসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৫০ থেকে ৬০ জন পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেশীয় বোমা, ধারালো রাম দা, চায়না কুড়াল, লোহার পাইপ ও রডসহ বিল এলাকায় উপস্থিত হয়। তারা বিলের ভেতরে চারটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং পাহারাদারদের ধাওয়া দিলে তারা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়।

পরে অভিযুক্তরা বিল থেকে প্রায় ৬০ মণ মাছ ধরে নিয়ে যায় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাদীর দাবি, গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে মোট প্রায় ১০০ মণ মাছ লুট করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১২ লাখ টাকা।

এ ঘটনায় ওমর আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একাধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

স্থানীয়দের মধ্যে এ ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক

প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী সমিতির নেতৃবৃন্দ।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, বিল নিয়ে একটা অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে ভোটারকে হুমকির অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁঠালপোতা গ্রামে এক সাধারণ ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি নেতা আরিফুল ইসলাম (পিতা: আলিহিম বিশ্বাস) দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সমর্থক সাধারণ ভোটার ফারুক হোসেনকে (পিতা: সিরাজ) ভোটকেন্দ্রে না যেতে হুমকি দিয়েছেন।

ভুক্তভোগী ফারুক হোসেন জানান, তাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে তিনি ভোট দিতে কেন্দ্রে না যান। এ বিষয়ে স্থানীয়ভাবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

শৈলকুপায় সড়ক নির্মাণে অনিয়মের

অভিযোগ: বাধা দেওয়ায় যুবকদের মারধর

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় সড়ক নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার বিত্তিপাড়া বাজার থেকে রাজাপুর পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পাকাকরণের কাজে ঠিকাদার প্রকাশ্যে দুই নম্বর ইট ও পোড়া মাটির মতো নিম্নমানের ইট ব্যবহার করছেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

ঝিনাইদহ এলজিইডির দেওয়া তথ্য মতে, কাঁচেরকোল বাজার টু রাজাপুর ক্যানেল সড়কে দেড় কিলোমিটার এই রাস্তাটি পাকাকরণে খরচ হচ্ছে ১ কোটি ৫০ লাখ ৩১ হাজার ৩’শ ৮৬ টাকা। কাজটি নির্মাণের দায়িত্ব পায় মেসার্স ঝিনাইদহ বাজার নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কাজটি স্থানীয় কৃষকদল নেতার ভাই ইলিয়াস আলী সাব-ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার ভিত্তি শক্ত না করেই তড়িঘড়ি করে কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে। ব্যবহৃত ইটগুলো হাত দিয়েই ভেঙে যাচ্ছে, যা কোনোভাবেই টেকসই সড়ক নির্মাণের উপযোগী নয়। এতে করে সরকারি অর্থ অপচয়ের পাশাপাশি এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত টেকসই সড়কের স্বপ্নই থেকে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় আপেল মাহমুদ নামের এক যুবক অভিযোগ করেন, সাব-ঠিকাদার ইলিয়াস কৃষকদল নেতা ওসমান আলীর ভাই। সেই প্রভাবে নিম্নমানের কাজ করেও পার পেয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। কাজ নিম্নমানের হওয়ায় আমরা বাধা দিলে লোকজন নিয়ে আমাদের মারধর করা হয়।

স্থানীয় গ্রাম্য চিকিৎসক এস এম আকাম উদ্দিন অভিযোগ করেন, এই রাস্তা আমাদের বহু দিনের দাবি। কিন্তু যেভাবে নিম্নমানের ইট দিয়ে কাজ করা হচ্ছে, তাতে বর্ষা আসার আগেই রাস্তা ভেঙে যাবে। আমরা বাধা দিতে গেলে উল্টো আমাদের ওপর চড়াও হচ্ছে ঠিকাদারের লোকজন।

অনিয়মের ব্যাপারে সাব-ঠিকাদার ইলিয়াস আলী বলেন, রাস্তার কাজ সকল নিয়ম অনুযায়ী করা হচ্ছে। নিম্নমানের ইট দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মনোয়ার উদ্দিন

বলেন, সড়ক নির্মাণে কোনো প্রকার অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না। যদি কোনো ঠিকাদার অনিয়ম করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত -৬; নির্বাচনী কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন। নির্বাচনী কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে।

গত শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থানার উজলপুর গ্রামে শ্লোগান দেয়া নিয়ে বিএনপি-জামায়াত কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার সকালে দুটি দলের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রাতেই জেলা পুলিশের একটিদল সহ যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পুলিশ ও এলাকাবাসিরা জানান, ঐদিন রাত ১০ টার দিকে দর্শনা উজলপুর গ্রামে বিএনপির একটি মিছিল বের হয়ে একই গ্রামের জামায়াত ইসলামীর কার্যালয়ের সামনে পৌছিলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর উভয়ের মধ্যে সংঘর্ঘে জামায়াত সমর্থিত হাসান তারিখ (৫০)মেহেদি হাসান (৩৪) তারিকুল (৩০) ও বিএনপি সমর্থক মজিবর (৪০)জুনায়েদ সাকি(৩৪) রাকিব আলি (১৫) তাজুল হক (২০)বাবু ইসলাম
(২২) সহ ৮/১০ জন আহত হয় বলে উভয় পক্ষ দাবি করেছে।

দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মোঃ মোশারেফ হোসেন জানান বিএনপির মিছিল থেকে এক মদ্যাপ ব্যাক্তি আমাদের নির্বাচনি অফিসে ঢুকে বাজে মন্তব্য করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়, পরে আমাদের অফিসের চেয়ার সহ আসবাব পত্র ভাংচুর করে, যা থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। দর্শনা বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সেক্রেটারি জনাব আসলাম আলি জানান জামায়াতের লোকজন মিথ্যা অভিযোগ তুলে রাতে মারামারি বাধিয়েছে, যা থানায় অভিযোগ করেছি।

দর্শনা থানার ওসি জনাব মেহেদি হাসান জানান উভয় পক্ষই পৃথক অভিযোগ করেছে, তদন্তের জন্য উর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। চুয়াডাঙা সহকারি পুলিশ সুপার জনাব আনোয়ারুল কবির জানান খবর শোনার পরে রাতেই বিজিবি ও পুলিশের টহল নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি, পরিস্হিতি শান্ত রয়েছে।

মুজিবনগরে দাড়িপাল্লার পক্ষে নারী প্রচারণায় বাধা, অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে দাড়িপাল্লার প্রার্থী তাজউদ্দীন খানের পক্ষে নারী ভোটারদের প্রচারণা কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে ১১ দলীয় জোটের মহিলা বিভাগের নেতৃবৃন্দ দাড়িপাল্লার পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিতে গেলে বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মী এতে বাধা দেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, যতারপুর গ্রামের মো. সাগর (পিতা: টগি বিশ্বাস), মো. সাব্দার (পিতা: পাঞ্জু বাঘ), মো. ইশাদুল (পিতা: ইয়াজউদ্দীন), মো. সাবু (পিতা: কছি হাজি), মো. কালু বিশ্বাস (পিতা: মাদার আলী বিশ্বাস)সহ আরও কয়েকজন নেতাকর্মী ব্যারিকেড দিয়ে প্রচারণাকারীদের আটকিয়ে রাখেন এবং গালিগালাজ করেন।

পরবর্তীতে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলে দীর্ঘ সময় পর একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে পৌঁছান। অভিযোগ রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও অভিযুক্তরা অশালীন আচরণ ও গালিগালাজ করতে থাকেন। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন উপজেলা জামায়াতের আমীর

মাওলানা খানজাহান আলী। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্ট করার এমন ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে জামায়াতের নারী কর্মীদের প্রচারণায় বাধা, হামলার অভিযোগ

মেহেরপুরে জামায়াতের নারী কর্মীদের নির্বাচনি প্রচারণায় বাধা দেওয়ায় বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের গহরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, আশরাফুল ইসলাম, আনছারুল ইসলাম ও সোহেল রানা। পরে তাদের স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে জামায়াতের একদল নারী কর্মী গহরপুর গ্রামে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে গণসংযোগে বের হন। এ সময় একই গ্রামের বিএনপি কর্মী হিসেবে পরিচিত আলেহীম ও তার সহযোগীরা তাদের প্রচারণায় বাধা দেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ূন কবির জানান, ভোটের প্রচারণার সময় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, জামায়াতের নেত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে জামায়াত ইসলাম। আজ শনিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে শিক্ষকের নানা অভিযোগ

মেহেরপুর শহরের মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সুপার রাবেয়া জামান-এর বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলেছেন মাদ্রাসার ১৮ জন শিক্ষক। এসব অভিযোগ লিখিতভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বরাবর দাখিল করা হয়েছে।

অভিযোগের প্রেক্ষাপটে প্রকাশ পেয়েছে, মাদ্রাসাটির সাম্প্রতিক বছরের পরীক্ষার ফলাফলের চরম অবনতি। ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় মাদ্রাসা থেকে অংশ নেয় ২৪ জন পরীক্ষার্থী, যার মধ্যে মাত্র ৩ জন পাস করে, ফেল করে ২১ জন। পাসের হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২.৫ শতাংশ।

তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, ২০২৪ সালে ২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন পাস করেছে, পাসের হার ছিল ৯৫ শতাংশ।

২০২৩ সালে ২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন পাস করেছে, পাসের হার ছিল ৬০ শতাংশ।

এক বছরের ব্যবধানে ফলাফলের এমন ভয়াবহ পতন নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

শিক্ষকদের অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, বেতন বইতে স্বাক্ষর না করার বিষয়ে অ্যাডহক কমিটির নির্দেশনা থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি। বিষয়টি একাধিকবার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করা হলেও শুরুতে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করা হয়।

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়, সুপার রাবেয়া জামান ১৮৭৯ সালের চাকরি বিধি লঙ্ঘন করে ২০০৪ সাল থেকে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, যা বিধিবহির্ভূত। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে সংশ্লিষ্টদের মামলা করার হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও তোলা হয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ জানান, একটি প্রকল্পের আওতায় তিনি সেখানে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিয়েছিলেন। বর্তমানে প্রকল্পটি বন্ধ রয়েছে।

শিক্ষকরা আরও অভিযোগ করেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অ্যাডহক কমিটি গঠনের নির্দেশনা দিলেও সুপার এ বিষয়ে চরম উদাসীনতা দেখিয়েছেন। কয়েক মাস আগে নতুন ভবন হস্তান্তর করা হলেও বিদ্যুৎ সংযোগ ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ভবনটি এখনো ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

কমিটি না থাকায় এমপিও সংশোধন প্রক্রিয়ায় পোস্ট অফিসের নাম ভুল সংশোধন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মাসিক বেতন-ভাতা উত্তোলন এবং ইএফটি কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে জানান শিক্ষকরা।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল বলেন, “মেহেরপুর দাখিল মহিলা মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে আমরা অবগত। অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, অভিযোগগুলোর কিছু অংশ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সুপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সুপার রাবেয়া জামান বলেন, “অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। বরং তারা আমাকে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে হেনস্তা ও লাঞ্ছিত করে।” একাধিক প্রতিষ্ঠানে চাকরির বিষয়ে তিনি দাবি করেন, তার সব নিয়োগই বৈধ।

উল্লেখ্য, মাদ্রাসাটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরীক্ষার ফলাফল ধারাবাহিকভাবে অবনতির দিকে যাচ্ছে। শিক্ষকরা মনে করছেন, দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলাই এর

অন্যতম কারণ।

ঘটনাটি মাদ্রাসা অঙ্গনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এখন শিক্ষা বোর্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

দর্শনার কুন্দিপুরে গৃহবধূ ও যুবককে মধ্যযুগীয় নির্যাতন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন নেহালপুর ইউনিয়নের কুন্দিপুর গ্রামে ঘটে যাওয়া এক নৃশংস ঘটনায় এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জেলাজুড়ে।

পরকীয়ার অভিযোগ তুলে এক গৃহবধূ ও তার কথিত প্রেমিককে প্রকাশ্য দিবালোকে চুল কেটে, গলায় জুতার মালা পরিয়ে গাছের সঙ্গে বেধে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। সামাজিক বিচার-এর নামে সংঘটিত এই ঘটনা অনেকের কাছেই মধ্যযুগীয় বর্বরতার নগ্ন প্রদর্শন বলে মনে হচ্ছে।

ভুক্তভোগীরা হলেন,আসমা বেগম (২৫) কুন্দিপুর গ্রামের মো. আরিফের স্ত্রী ও স্বপন (২৮) একই গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে ঘটনাটি ঘটে ১৪ জানুয়ারি (বুধবার) সন্ধ্যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অসামাজিক কার্যকলাপ-এর অভিযোগ তুলে এলাকার একাংশ প্রথমে দু’জনকে আটক করে। এরপর কোনো ধরনের আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই প্রকাশ্যে শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। চুল কেটে অপমান, জুতার মালা, গাছে বেধে রাখা,সবকিছুই চলেছে উৎসুক জনতার সামনে। কেউ কেউ সেই দৃশ্য ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়, যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ ও লজ্জাজনক করে তোলে।

ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরকীয়া অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো,আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কি কোনো

সমাজকে দেওয়া হয়েছে? চুল কেটে অপমান করা, গলায় জুতার মালা পরানো, গাছে বেধে রাখা,এসব কি সভ্য সমাজের বিচার পদ্ধতি?

কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়, আমরা সবাই পাপী, আপন পাপের বাটখাড়া দিয়ে অন্যের পাপ মাপি। এই ঘটনায় সেই কথাই যেন নির্মমভাবে সত্য হয়ে উঠেছে।

এলাকার সচেতন মহলের প্রশ্ন পরকীয়া যদি অপরাধ হয়, তাহলে সুদখোরি, জমি আত্মসাৎ, পারিবারিক প্রতারণা কি অপরাধ নয়?

একই সমাজে এসব ঘটনা ঘটে, কিন্তু সেগুলোর জন্য কেন এমন প্রকাশ্য শাস্তি দেখা যায় না?

আরও বিস্ময়ের বিষয়,কিছুদিন আগেই একই এলাকায় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে দিব্যি সংসার করছেন। তখন কোথায় ছিল এই তথাকথিত নৈতিকতার পাহারা?

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনায় সংঘটিত হয়েছে একাধিক ফৌজদারি অপরাধ, বেআইনি আটক,শারীরিক নির্যাতন,নারীর মর্যাদাহানি,প্রকাশ্যে অপমান,গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার কোনো এখতিয়ার নেই। অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব আদালতের, জনতার নয়।

এই ঘটনার সবচেয়ে বড় শিকার শুধু ওই নারী বা যুবক নন। তাদের সন্তান, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, সবাইকে আজীবন বহন করতে হবে সামাজিক লজ্জা, মানসিক ট্রমা ও নিরাপত্তাহীনতা।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ পাঠিয়ে ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, সমাজের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার নেই। কাউকে মারধর করা, চুল কেটে অপমান করা সম্পূর্ণ বেআইনি। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও আদালতের মাধ্যমে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলে দেশের প্রচলিত আইন, আদালত ও বিচারব্যবস্থা রয়েছে। সামাজিকভাবে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে চুল কেটে দেওয়া বা মারধর করা নিজেই দণ্ডনীয় অপরাধ। ভুক্তভোগীরা চাইলে এ ঘটনায়

আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

২০২৬ সালে দাড়িয়ে আমরা কোন পথে হাটছি আইনের শাসনের দিকে, নাকি জনতার উন্মত্ততার দিকে?

সচেতন মহলের দাবি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, আইন হাতে নেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা,ভুক্তভোগীদের আইনি ও মানসিক সুরক্ষা, প্রতিটি অপরাধের বিচার হোক, কিন্তু তা হোক আদালতে,জনতার লাঠি দিয়ে নয়। সভ্য সমাজে মধ্যযুগীয় বর্বরতার কোনো জায়গা নেই।

মেহেরপুরে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ইভটিজিংয়ের শিকার, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ইভটিজিং করার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ইভটিজিং এর শিকার মোছাঃ সায়ান্তি আক্তার (১৫)। তিনি মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী এবং বামনপাড়ার প্রবাসী জমিরুল ইসলামের মেয়ে।

জানা গেছে, ঘটনা ঘটে সোমবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তায়। অভিযুক্ত ইভটিজিংকারী তার লাল রঙের সুজুকি বাইক রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে সায়ান্তি আক্তার তার মায়ের সঙ্গে সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

মোছাঃ সায়ান্তি আক্তার অভিযোগ করেন, কিছু দিন ধরেই কয়েকজন ছেলেকে আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছিল। একদিন আগে বাইকে এসে আমার সঙ্গে কথা বলার পর আজ আমাকে বাইক দিয়ে ধাক্কা দিয়েছে।

এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভুক্তভোগীকে সঠিক বিচার দেওয়ার আশ্বাস দেন।

দামুড়হুদায় ছাগল চুরির অভিযোগে দুই জন গ্রেফতার

দামুড়হুদায় ছাগল চুরির অভিযোগে শ্রী সজীব অধিকারী (২৫) ও সবুজ মিয়া (২৬) নামের দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোর ৫টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার আরামডাঙ্গা এলাকায় ছাগল চুরির অভিযোগে জনতার হাতে আটক হওয়ার পর পুলিশের অভিযানে দুইজন চোরকে গ্রেফতার করা হয়। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে আরামডাঙ্গা এলাকায় একটি ছাগলসহ জনতার হাতে ধরা পড়ে শ্রী সজীব অধিকারী। পরে উপস্থিত জনতা তাকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

সজিব অধিকারী জিজ্ঞাসাবাদে সে ছাগল চুরির বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে এবং তার সহযোগীর নাম প্রকাশ করে।তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে আরামডাঙ্গা পূর্বপাড়া থেকে সবুজ মিয়া নামের আরও একজনকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃত শ্রী সজীব অধিকারী ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত পাঁচকাহনীয়া গ্রামের নির্মল অধিকারীর ছেলে, বর্তমানে সে কার্পাসডাঙ্গা ভূমিহীন পাড়ায় বসবাস করে। তার বিরুদ্ধে এর আগে ৭টি চুরি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অপর গ্রেপ্তারকৃত সবুজ মিয়া উপজেলার আরামডাঙ্গা পূর্বপাড়ার কাওসার আলীর ছেলে। তার বিরুদ্ধেও পূর্বে চুরি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, গ্রেপ্তারকৃত দুইজনের বিরুদ্ধে চুরি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং গতকালই তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।